জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০১৫

National Disaster Preparedness Day 2015

১৭ চৈত্র ১৪২১/৩১ মার্চ ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

"বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানি দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনি"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৭ চৈত্র ১৪২১
৩১ মার্চ ২০১৫

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙনসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ দেশের জনজীবনে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ভূবিজ্ঞানীদের মতে বাংলাদেশ সিসমিক জোনে অবস্থিত হওয়ায় এদেশে বড় ধরণের ভূমিকম্পেরও আশংকা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ বছরের প্রতিপাদ্য 'বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানি, দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনি' খুবই বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী হয়েছে। এ প্রতিপাদ্যের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও প্রস্তুত করতে পারলে যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটির সমন্বয়ে দিবসের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও জরুরি সাড়াদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীল সমাজ গঠনে সকলে সচেষ্ট থাকবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

১৭ চৈত্র ১৪২১
৩১ মার্চ ২০১৫

বাণী

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম প্রধান দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, ভূমিধ্বস, খরা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, বজ্রপাত, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের জনজীবনে প্রায় নিত্য দিনের ঘটনা। এ দেশ সিসমিক জোনে অবস্থিত হওয়ায় বড় ধরণের ভূমিকম্পেরও আশংকা রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ সম্পর্কে সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করার নিমিত্ত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা জোরদার করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগে জীবনহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছর **'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস'** পালন কর হয়। এ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে জনসচেতনতা করা এবং ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সাড়াদানে সক্ষমতা গড়ে তোলা। এ বছর **'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫'** উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

"বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানি
দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনি"

এ প্রতিপাদ্য অনুসরণে বছরব্যাপী বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারলে দুর্যোগের অব্যবহিত পূর্বে, দুর্যোগকালে সাড়াদান ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজতর হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট আপদ হতে জনগণের, বিশেষত: দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য মানবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি।

সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, এনজিও, সিভিল সোসাইটিসহ সকল স্তরের নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত, সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ্।

আমি **'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫'** এর সফলতা কামনা করি।

খোদ হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম, এম. পি)

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

আজ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস। দেশব্যাপী দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। প্রতিবছর মার্চ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু এ বছর ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পড়ায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী আজ ৩১ শে মার্চ দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ বছর জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলঃ 'বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানি, দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনি'

ভৌগলিক ও ভূতাত্বিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, খরা কালবৈশাখী ও টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগের কোন কোনটি প্রায় প্রতিবছর এদেশে আঘাত হানে। সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাংলাদেশকে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনজণিত কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত দুর্যোগই নয়, দ্রুত নগরায়নের সাথে সাথে বাড়ছে জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড, ভবন ধ্বস। এ ছাড়া রয়েছে ভূমিকম্পের আশংকা। দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সাফল্য থাকলেও আমরা নতুন নতুন হুমকি ও চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হচ্ছি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এ ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। প্রস্তুতি যত বেশি থাকবে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ততটাই কমিয়ে আনা সম্ভব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে গৃহিত উদ্যোগসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

দুর্যোগে আগাম সতর্ক বার্তা প্রচারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

দুর্যোগের আগাম বার্তা দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষের কাছে সহজে এবং দ্রুততম সময়ে পৌঁছানোর মাধ্যমে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৮৫টি উপজেলা ও সকল জেলা অফিসের সাথে Network স্থাপন করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর ওয়ারলেছ সেট আধুনিকায়ন করা হয়েছে। মোবাইল ফোন ভিত্তিক প্রযুক্তি যথাঃ SMS (Short Message Service) ও IVR (Inter-active Voice Response) ভিত্তিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে। বর্তমানে যে কোন মোবাইল থেকে ১০৯৪১ নম্বর ডায়াল করে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা ও সতর্কীকরণ বার্তা শ্রবণ করা যাচ্ছে। Voice Call এর মাধ্যমে সতর্কীকরণ বার্তা প্রাচারের কার্যক্রম পরীক্ষাধীন রয়েছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপনে জিআইএস ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তি

দেশে ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) ও দূর অনুধাবন বা স্যাটেলাইট তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে বিভিন্ন আপদের দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপনের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে একটি এমআরভিএ সেল (Multi-hazard Risk Vulnerability Assessment- MRVA Modelling and Mapping Cell) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশব্যাপী বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, ভূমিধ্বস, সুনামি ইত্যাদি প্রাকৃতিক আপদ এবং স্বাস্থ্য ও টেকনোলজিক্যাল আপদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপনের জন্য Emergency Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP) এর আওতায় একটি প্রকল্প বাস্তাবায়নের কাজ শেষ পর্যায়ে। জিআইএস এ্যানালাইসিস ও মডেলিং এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক আপদ সমূহের ১০ থেকে ১৫০ বছর 'রিটার্ণ পিরিয়ড' এর জন্য ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। একইসাথে স্বাস্থ্য ও টেকনোলজিক্যাল আপদের ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসকল আপদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা মানচিত্র ও তথ্য সম্বলিত একটি 'ডিজিটাল এটলাস' তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে তা অনলাইনে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রচার করা হবে।

নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনায় দূর অনুধাবন প্রযুক্তি

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) এর কারিগরি ও Asian Development Bank (ADB) এর আর্থিক সহযোগিতায় স্যাটেলাইট প্রযুক্তি (SBT) ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহার করে 'বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায়' মনিটরিং ও পূর্বাভাস ব্যবস্থা উন্নয়নে বাংলাদেশ, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামে যুপপৎভাবে 'Applying Remote Sensing Technology in River Basin Management' শীর্ষক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর যৌথভাবে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার কুলকান্দি এবং কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার যাদুরচর ইউনিয়নে বর্ণিত পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। Local flood modeling এর মাধ্যমে মনিটরিং ও পূর্বাভাস ব্যবস্থা উন্নয়ন (৫ দিনের পূর্বাভাস), Web based GIS এর মাধ্যমে সম্ভাব্য বন্যা আক্রান্ত স্থানের পূর্বাভাস (inundation forecast), SMS এর মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস প্রদান এবং সর্বোপরি এ সকল তথ্য ব্যবহারে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক বন্যা আক্রান্ত লোকদের নিরাপদ স্থানে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্যা অপসারণ মহড়ার আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ

বিভিন্ন দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপনের উদ্দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে একটি ডিএনএ সেল (Damage and Need Assessment-DNA Cell) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেলের মাধ্যমে একটি Web-based Damage and Need Assessment Application তৈরির কাজ চলমান রয়েছে, যার মাধ্যমে অনলাইনে মাঠ পর্যায় থেকে যেকোন দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য সরাসরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সার্ভারে সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

ওয়েব বেইজড সাইক্লোন শেল্টার তথ্য ব্যবস্থাপনা

উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় এর ভয়াবহতা হতে উপকূলীয় জনগণ ও গবাদি পশু রক্ষার জন্য সাইক্লোন শেল্টার বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং মাটির কিল্লা ব্যবহার করা হয়। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য (যেমন ধারণ ক্ষমতা, স্থান, কাঠামো ইত্যাদি) সাইক্লোন শেল্টার তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষিত আছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে উক্ত তথ্যসমূহ যেকোন স্থান থেকে পাওয়া সম্ভব। ফলে কোন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে কতজন আশ্রয় নিতে পারবে এবং একটি নির্দিষ্ট গ্রাম বা লোকালয় থেকে কোন টি কাছে হবে এ সকল তথ্য পূর্বেই জানা যাবে এবং আপদকালীন সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ ও কার্যকরী হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা তথ্য প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য বিমোচনে বহুবিধ কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ অককাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (টিআর), গ্রামীণ অবকঠামো সংস্কার কর্মসূচি (কাবিখা), অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশয়কেন্দ্র নির্মাণ, মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (জিআর ক্যাশ, খাদ্যশস্য, ডেউটিন, কম্বল/শীতবস্ত্র বিতরণ) এর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল কমসূচির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় সামাজিক নিরাপত্তা তথ্য প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা SPMIS (Social Project Management Information System) তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে Electronic Asset Register তৈরী করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে যেকোন সময় যেকোন ব্যক্তি যেকোন স্থান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারবেন।

প্লাবিত এলাকার গভীরতা মানচিত্রায়ন

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই সাইক্লোন বা বন্যা হয়ে থাকে এবং বিশাল এলাকা প্লাবিত হয়ে ঘরবাড়ি, ফসল এবং সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এই বিপুল পরিমান ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য সিডিএমপি'র মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে প্লাবিত সম্ভাব্য এলাকা নিরূপণ এবং স্থানভিত্তিক গভীরতা নির্ণয় করে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে করে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠী দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া নতুন কোন স্থাপনা নির্মানের জন্য ঝুঁকিমুক্ত উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করাও সহজ হবে।

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ চৈত্র ১৪২১
৩১ মার্চ ২০১৫

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৩১ মার্চ ২০১৫ দেশব্যাপী 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশে প্রতি বছর এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা বেশি ঘটে। 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' পালনের মাধ্যমে আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের সামর্থ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশব্যাপী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৭২ সালে গঠন করেছিলেন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে তৈরি করেছিলেন মাটির কিল্লা যা 'মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত। মুজিব কিল্লা আজও ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রাণিসম্পদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনে সদাপ্রস্তুত। আমাদের সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ প্রণয়ন করেছে। আমরা দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ জারি করেছি।

দুর্যোগ বিপদ সংকেত পদ্ধতি, দুর্যোগ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি, সাড়াদান, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমে আমাদের সরকার তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আসন্ন দুর্যোগকালে মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করতে দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ের ডিজিটাল সেন্টারগুলো তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানি, দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনি" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য একটি দক্ষ ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ভারপ্রাপ্ত সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ চৈত্র ১৪২১
৩১ মার্চ ২০১৫

বাণী

বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এ দেশে প্রতিনিয়ত জনগণকে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী, টর্নেডো, বজ্রপাত, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ীঢল, জলাবদ্ধতা, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ, অগ্নিকান্ড, ভবনধ্বস, জলযান ডুবি ইত্যাদি মোকাবেলা করতে হয়। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তের কারণে এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি এর ধরনও পাল্টে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞগণের মতে এ দেশে বড় ধরণের ভূমিকম্পের আশংকাও রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি জনগোষ্ঠীর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সচেতনতা বাড়াতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবছর মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে সারাদেশে "জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস" পালন করা হয়। এ বছরও ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখে দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে–

"বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানি
দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনি"

সারা বছর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে আমরা বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য ও প্রযুক্তিকে সমন্বয় করার উদ্যোগ নিয়েছি। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, সতর্কসংকেত প্রচার, উদ্ধার এবং পুনর্বসান কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। ফলে জনসাধারণ অতি সহজে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল তথ্য জানতে পেরে দৈনন্দিন জীবনে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম হবে।

দেশে সম্ভাব্য ভূমিকম্প দুর্যোগ বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে এ বছর দেশব্যাপী র‌্যালী, আলোচনা, প্রদর্শনী, দেশের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্প মহড়া, শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পোষ্টার লাগানো, লিফলেট বিতরণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সমাবেশ, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, টেলিভিশন আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫' এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ শাহ্ কামাল